# বাংলাদেশের ইতিহাস (পর্ব- ০১)

## ভাষা আন্দোলন

দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব বঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি,ভাষা কোন কিছুরই মিল ছিল না। পাকিস্তানের ভাষা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পরই ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন 'তমুদ্দিন মজলিস' গঠিত হয় অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে। এই সংগঠনের উদ্যোগেই ৪৭-এর অক্টোবর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে যোগ করার দাবি জানান। ১৯৪৮ সালের ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদের সাথে 'না না' বলে উঠে। খাজা নাজিমুদ্দিনের আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করা হয়। আব্দুল মতিনকে আহবায়ক করে ১৯৫০ সালের ১১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী কে সভাপতি ও শেখ মুজিবুর রহমান কে যুগ্ম-সম্পাদক করে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন টিকাটুলীর কে.এম. দাস লেনের রোজ গার্ডেনে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠন করা হয়। যা ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ করে।

১৯৭২ সালে নবনির্মিত শহিদ মিনার (source : daily-bangladesh.com)

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলীর মৃত্যুর পর নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ১৯৫২ সালে ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভষা হবে উর্দু। ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় "সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা পরিষদ' গঠিত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্তের বিপরীতে জারি করা হয় ১৪৪ ধারা। ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চত্বরে) এক জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের করলে পুলিশ তাদের উপর লাঠি চার্জ করে ও কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে এবং এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন আহমদ, আব্দুল জব্বার ঘটনাস্থলে এবং গুলিবিদ্ধ আব্দুস সালাম ৭ এপ্রিল শহিদ হন। ২২ এপ্রিল পুনরায় গণবিক্ষভে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন। ছাত্ররা যে স্থানে শহিদ হন সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা সাররাত জেগে তৈরী করেন শহিদ মিনার। পুলিশ সেটা ভেঙে ফেললেও ১৯৬৩ সালে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙে ফেললে ১৯৭২ সালে আগের নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনারটি নির্মাণ করা হয়। যা উন্মোচন করেন ভাষাশহিদ বরকতের মা। ৫২-এর পরেও আন্দোলন অব্যাহত থাকে এবং এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

১৯৫৩ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি 'শহিদ দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০০০ সাল থেকে ১৮৮ দেশে প্রথমবারের মতো একত্রে এ দিবস উদযাপন করা হয়। জাতিসংঘ স্বীকৃতি দেয় ২০০৮ সালে। ঢাকার সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমি ভবনের পাশে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট অবস্থিত। ভাষা আন্দোলনে ঢাকা ও ঢাকার বাহিরে শামসুন্নাহার, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহীম, মমতাজ বেগম, হামিদা রহমান, রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন প্রমুখ নারীদের অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখযোগ্য। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় অনেক গান, কবিতা, নাটক ও উপন্যাস। গীতিকার আব্দুল গাফফার চৌধুরীর "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো" গানটির প্রথম সুরকার আব্দুল লতিফ ও বর্তমান সুরকার আলতাফ মাহমুদ। শওকত ওসমান রচিত 'আর্তনাদ' ও সেলিনা হোসেন রচিত 'নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি' ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক দুটি উপন্যাস। মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' নাটকটি ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম নাটক। জহির রায়হান পরিচালিত 'জীবন থেকে নেয়া' একটি ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক চলচিত্র।

## ১৯৫৪ সালের নির্বাচন

১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর সমমনা চারটি দল — আওয়ামী মুসলিম লীগ (ভাসানী), কৃষক শ্রমিক পার্টি (এ কে ফজলুল হক), নেজাম-ই-ইসলামী (মাওলানা আতাহার আলী) ও বামপন্থী গণতন্ত্র দল (হাজী দানেশ) মিলে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে সভাপতি করে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতিহারের প্রথম দফা ছিল— বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল নৌকা। নির্বাচনে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি ( মুসলিমদের ২৩৭ ও অমুসলিমদের ৭২টি)। ৮ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৪৩টি ও কৃষক শ্রমিক পার্টি ৪৮টি আসনে জয়লাভ করে। গোপালগঞ্জ আসনে শেখ মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ প্রার্থী শেখ ওয়াহিদুজ্জামানকে দশ হাজার ভোটে পরাজিত করেন।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী হন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং কৃষি, বন, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ৫৬ দিন পর গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অগণতান্ত্রিক পন্থায় এ মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে ও আওয়ামী লীগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৯৫৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন ও বৈদেশিক নীতির এজেন্ডা নিয়ে টাঙ্গাইলের সন্তোষে অনুষ্ঠিত হয় 'কাগমারী সম্মেলন'। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা শামরিক শাসন জারি করার পর ২৭ অক্টোবর তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেনারেল আইয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। তিনি ১৯৫৯ সালের ২৭ অক্টোবর ৪ স্তরবিশিষ্ট স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার 'মৌলিক গণতন্ত্র অধ্যাদেশ' জারি করেন। মৌলিক গণতন্ত্রের প্রবর্তক আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে মৌলিক গণতন্ত্রের আস্থা ভোটে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের দ্বিতীয় সংবিধান প্রণীত হয় এবং রাজধানী করাচি থেকে ইসলামাবাদে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনেও আইয়ুব খান মুসলিম লীগের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

## ছয় দফা আন্দোলন-১৯৬৬

১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতাদের সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করেন। বঙ্গবন্ধু ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' বলে আখ্যায়িত করেন। ছয় দফা দাবির মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ ঘটে। ছয় দফার প্রথম দফা ছিল— প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। ছয়দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল পালন করা হয়।

## গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৮-৬৯ এবং আগরতলা মামলা

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এমন অভিযোগের ভিত্তিতে ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান' নামক এই মামলাটি 'আগরতলা ষড়যন্ত্র' মামলা নামে পরিচিত। মামলার ২ নং আসামী ছিলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন এবং বিমানবাহিনীর সার্জেন্ট জহুরুল হক ছিলেন মামলার ১৭ নং আসামী। মামলার জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালে ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা ক্যান্টনম্যান্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। আসামী পক্ষের প্রধান আইনজীবী ছিলেন আব্দুস সালাম। যুক্তরাজ্যের প্রখ্যাত আইনজীবী আয়ার টমাস উইলিয়ামও লড়েন বঙ্গবন্ধুর পক্ষে। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এস এ রহমান এবং মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট টি এইচ খান ছিলেন সরকার পক্ষের প্রধান কৌসুলি। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে ঢাকা মেডিকেলের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান ও ২৪ জানুয়ারি ঢাকার বকশী বাজারে নবকুমার ইন্সটিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র মতিউর রহমান নিহত হন। বর্তমানে ২০ জানুয়ারি 'আসাদ দিবস' ও ২৪ জানুয়ারি 'গণ-অভ্যুত্থান' দিবস পালন করা হয়। 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি রচনা করেন কবি শামসুর রহমান। ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলার অভিযুক্ত আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। এ খবর প্রকাশ হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকাবাসী ক্রোধে গর্জে উঠে। ১৮ ফেব্রুয়ারি হত্যা করা হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের শিক্ষক শামসুজ্জোহাকে। ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য অভিযুক্ত আসামিদের মুক্তি প্রদানে বাধ্য হন। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে ২৩ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান করেন। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ গণঅভ্যুত্থানের এই প্রবল তোপের মুখে আইয়ুব খান সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। 'চিলেকোঠার সেপাই' ৬৯-এর পটভূমিতে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস।

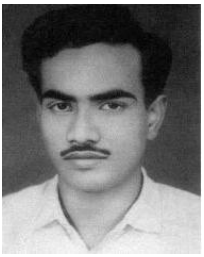

শহীদ আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)

## ১৯৭০ সালের নির্বাচন

আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ইয়াহিয়া খান গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন এবং ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চ আইনগত কাঠামো ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়ের কারণে জাতীয় পরিষদের ৯ আসনে ও প্রাদেশিক পরিষদের ১৮ টি আসনে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১৩ আসন সংখ্যা নিয়ে জাতীয় পরিষদ(পূর্ব পাকিস্তান ১৬৯টি), আর ৬২১ জন সদস্য নিয়ে পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ। ১০টি সংরক্ষিত আসন সহ পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১০টি। ছয়দফাকে নির্বাচনী ইশতেহার করে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে (৭টি মহিলা আসন) এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসনে (১০টি মহিলা আসন) জয়লাভ করে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়।

## অসহযোগ আন্দোলন ১৯৭১

১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা থাকলেও ১ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করেন।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১ মার্চ চার খলিফা নামে পরিচিত ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ, ডাকসুর সহ-সভাপিতি আ.স.ম. আব্দুর রউফ ও ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের প্রতিবাদে ২ ও ৩ মার্চ হরতালের ডাক দেয়া হয় এবং অসহযোগ আন্দোলনের শুরু হয়। ৩ মার্চ মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ, ৬ষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র শম্ভু সমজদার নিহত হন রংপুরের জাহাজ কোম্পানি মোড়ে। একই দিনে মালিবাগের আবুজর গিফারী কলেজের ছাত্র ফারুককে গুলি করে হত্যা করে সেনাবাহিনী । আন্দোলনের শুরুতেই ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ডাকসুর ভিপি আ.স.ম. আব্দুর রব। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতিতে পল্টনের স্বাধীন বাংলা ছাত্র পরিষদের সভায় শাহজাহান সিরাজ ৩ মার্চ পাঠ করেন স্বাধীনতার ইশতেহার এবং আ.স.ম. আব্দুর রব বঙ্গবন্ধুকে 'জাতির জনক' উপাধি দেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংগীত হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে কুখ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গভর্নর নিয়োগ করলে বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে চার খলিফা (source : bdnews24.com)